কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 05 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... 2 ...

মারিয়া আবার স্কুলে যেতে চায়

সাব্বিরুল ইসলাম সাবু, মানিকগঞ্জ ▷

চলতি বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল মারিয়া আক্তারের (১০)। কিন্তু পরীক্ষা দূরে থাক, তার জীবন নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত মারিয়ার চিকিৎসা খরচ চালাতে গিয়ে তার পরিবার এখন সর্বস্বান্ত। প্রতিদিনের খাবার জোটানোই দায় হয়ে পড়েছে। অথচ মারিয়াকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কেমোথেরাপি দিতে প্রতি ১৫ দিনে জোগাড় করতে হচ্ছে প্রায় ৪০ হাজার টাকা।

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার রামেশ্বর পট্টি গ্রামের মো. মান্নান মিয়ার মেয়ে মারিয়া। মেয়ের চিকিৎসার জন্য সাংবাদিকদের কাছে আকুতি জানিয়ে মান্নান মিয়া বলেন, 'ভাই, আমার মেয়েকে বাঁচান। আপনারা একটু লিখে দিলেই প্রধানমন্ত্রীর নজরে আসবে। চিকিৎসার জন্য তিনি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দেবেন।'

মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের মান্নান মিয়া জানান, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে মারিয়ার ডান পায়ে ব্যথা শুরু হলে এবং পা ফুলে উঠলে স্থানীয় চিকিৎকদের দেখানো হয়। তাঁদের পরামর্শে পরে ঢাকার বড় চিকিৎসদের দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের চিকিৎসক ফরিদা আরজুমানের পরীক্ষায় ধরা পড়ে মারিয়ার পায়ে বোন (হাড় বা অস্থি) ক্যান্সার হয়েছে। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক অনকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক চিকিৎসক শাহ মো. রাশেদ জাহাঙ্গীর কবিরের তত্ত্বাবধানে মারিয়ার চিকিৎসা চলছে।

মান্নান মিয়া জানান, মেয়ের চিকিৎসার জন্য তিনি শেষ সম্বল ৫২ শতাংশ ফসলি জমি বিক্রি করেছেন। আত্মীয়স্বজনের সহায়তা ছাড়াও ধারদেনা করেছেন অনেকের কাছ থেকে। তিনি একটি প্যাকেজিং কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন। কিন্তু মেয়ের চিকিৎসার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে চাকরিটাও খুইয়েছেন। তাঁর স্ত্রী মেয়ের চিন্তায় অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েছেন বেশ কিছুদিন আগেই। পরিবারের এ দুরবস্থায় স্নাতকের শিক্ষার্থী বড় মেয়ের লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

মান্নান মিয়া জানান, চিকিৎসকরা বলেছেন, মারিয়াকে ১৫টি কেমোথেরাপি দিতে হবে। এরপর পরীক্ষা করে পরবর্তী চিকিৎসা রয়েছে। এ পর্যন্ত ১২টি কেমোথেরাপি দেওয়া হয়েছে।

গত মঙ্গলবার বাবার সঙ্গে মারিয়াও এসেছিল মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার সঙ্গে মারিয়াও ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে। চোখভরা জল নিয়ে মারিয়া সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করে, 'আংকেল, আমার অসুখ কি ভালো হবে না? আমি কি আবার স্কুলে যেতে পারব? খেলতে পারব বন্ধুদের সঙ্গে?' সাংবাদিকদের আশ্বাসে হেসে ওঠে মারিয়া।

কেউ চাইলে মারিয়ার জন্য সাহায্য পাঠাতে পারেন : মো. মান্নান মিয়া, সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর : ৪৫০৭০০১০১২৫৫৭, সোনালী ব্যাংক, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা কমপ্লেক্স শাখা। এ ছাড়া এই নম্বরে বিকাশ করতে পারেন : ০১৭৯৯৪৬৬৬১৬।